রচনা ও সম্পাদনায়

- **অলক বর্মন**
  বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
  মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর
- **ইবনে সালেহ মো. ফরহাদ**
  বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
  মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর
- **ড. মো. আশরাফ হোসেন**
  মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান
  মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর
- **ড. সোহেলা আক্তার**
  প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
  মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল: ০১৯১৪-৫৬১৬৭৭, ০১৭১৭-৪৭৬৩২০
ফোন: +৮৮০-২-৯২৯৪০৬৮
ই-মেইল: ssdbari@gmail.com
ওয়েব: www.bari.gov.bd

প্রকাশ কাল: জানুয়ারি, ২০১৮

মুদ্রণ সংখ্যা: ১০০০ কপি

অর্থায়নে:
সিআরজি উপ-প্রকল্প, পিআইইউ, বিএআরসি
এনএটিপি ফেজ-২

মুদ্রণে: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস
শিববাড়ী মোড়, বিআইডিসি রোড (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলি)
জয়দেবপুর, গাজীপুর। মোবাইল: ০১৭১৬-৮৫৫৯৯৮

ছাদ বাগান: কৃষির নতুন দিগন্ত

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশে রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অধিকাংশ বাড়ির ছাদের দিকে তাকালেই বিভিন্ন ধরনের বাগান দেখা যায়। অবশ্য অধিকাংশ বাগানই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে বাড়ির ছাদে যেকোন গাছ, এমনকি শাকসবজিও ফলানো সম্ভব। আম, লেবু, ডালিম, পেয়ারা, আমড়া ইত্যাদি নানা ধরনের মৌসুমী ফল ছাড়াও কলমি শাক, পালং শাক, পুঁই শাক, চীনা শাক, বাটি শাক, ডাঁটা, লাউ ও করলা সহজে উৎপাদন করা যায়।

চিত্র-১ঃ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বারি এর ছাদ বাগান

কোন ফসলের বা গাছের জন্য কি ধরনের মাটি উপযোগী তা নিশ্চিত হয়ে ছাদে বাগান করলে ভাল হয়। এ ছাড়া বেশি তাপ সহ্য করতে পারে এমন গাছই ছাদ বাগানের জন্য নির্বাচন করা উত্তম। ছাদ বাগানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়মিত সেচ দেয়া। কারণ, বাগানের গাছগুলো যেহেতু সাধারণ মাটির সংস্পর্শ হতে দূরে থাকে তাই নিয়মিত পানি সেচ না দিলে গাছগুলো যেকোন সময় মারা যেতে পারে। সাধারণত: দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে ফসল ভাল হয়। ছাদ বাগানে বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি ব্যবহার করা উত্তম। আবার গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শখ করে আমাদের দেশে ছাদে বাগান করার প্রথা শুরু হলেও এখন রীতিমত অর্থনৈতিক খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অনেকেই আছে যারা বাড়ির ছাদে বাগান করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করেন।

ছাদ বাগানের বিস্তারিত তথ্য

বিশাল বাংলার জমিন যেমন বিস্তৃত, তেমনি লাখোকোটি দালান ঘরের ছাদও অবারিত। যদিও বাংলার জমিন এখনো যথোপোযুক্তভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। সেখানে ছাদের কথা তো আরও পরে আসে। কিন্তু এ দেশের কিছু আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আছেন যারা শখের বসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাদে বাগান করেন। ছাদ বাগানে বিনিয়োগের যেমন হিসাব থাকে না, তেমনি প্রাপ্তির হিসেবেও সঠিকভাবে করা যায় না। অথচ সামান্য আন্তরিকতা আর সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতিশীল দিকটাকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া যায়।

চিত্র-২ঃ ছাদ বাগানে সঠিক সার ব্যবস্থাপনায় অধিক ফলন

ছাদে বাগান করলে ছাদের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পায়, তার সাথে জায়গাটুকু ব্যবহার করে পরিবারের ফুল, ফল ও শাকসবজির চাহিদা যথামথভাবে মেটানো যায়। পরিকল্পিতভাবে ছাদ বাগান করে বাড়তি আয়ও করা যায়। সর্বোপরি ছাদ বাগানে পরিবারের অবসরপ্রাপ্ত আগ্রহী লোকগুলো দারুণভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য থাকতে পারেন।

বাগান পদ্ধতি

চিত্র-৩ঃ ছাদ বাগানে পেঁপে চাষ

ছাদে বাগান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো কাঠ বা লোহার ফ্রেম এঁটে বেড তৈরি করে এবং অন্যটি হলো টব, ড্রাম, পট বা অন্য কোন কনটেইনার ব্যবহার করে। প্রথম ক্ষেত্রে পুরো ছাদ বা ছাদের অংশ বিশেষ ব্যবহারের সময় কার্নিশের পার্শ্বে বা আলাদা ফ্রেম করে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে সেটিং করা যায়। এ ক্ষেত্রে জলছাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জল ছাদ না থাকলে আলাকাতরার প্রলেপ দিয়ে তার ওপর মোটা পলিথিন বিছিয়ে পলিথিনের ওপর মাটি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে মাটির পুরুত্ব যত বেশি হবে, ফসল তত ভাল হবে। অন্তত দুই ফুট পুরু মাটির স্তর থাকতে হবে। পানি ও সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। ফ্রেম তৈরির ক্ষেত্রে কাঠ, লোহা ও স্টিল ব্যবহার করা যায়। তবে যা কিছু দিয়ে বা যে ভাবেই বেড তৈরি হোক না কেন ৩/৪ বছর পর পুরো বেড ভেঙ্গে নতুন করে ভালভাবে বেড তৈরি করতে হবে। এতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। ছাদে বাগানের জন্য শুরুতেই মাটি ফরমালডিহাইড দিয়ে (প্রতি লিটার পানির সাথে ১০০ মিলি লিটার ফরমালডিহাইড) শোধন করে নিলে ভাল হয়। মাটি শোধনের কৌশল হলো প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি নিয়ে বর্ণিত মাত্রায় ফরমালডিহাইড মিশ্রিত পানি মাটিতে ছিটিয়ে পুরো মাটি মোটা পলিথিন দিয়ে ৪ দিন ঢেকে রাখতে হবে। পরে পলিথিন উঠিয়ে সূর্যের আলোর তাপে খুলে রাখতে হবে পরবর্তী ৪ দিন পর্যন্ত। ফরমালিনের গন্ধ শেষ হয়ে গেলেই মাটি ব্যবহারের উপযোগী হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে আছে ড্রাম, বালতি, টব, কনটেইনার এসবের যেকোন একটি বা দুটি নির্বাচন করার পর পাত্রের তলায় ২ ইঞ্চি পরিমাণ খোয়া (ইট পাথরের খোয়া) দিতে হবে। ইটের খোয়া অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়া এবং পাত্রের ভেতরে বাতাস চলাচলের সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রেও অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈব সারের মিশ্রণ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, শাক-সবজি, ফুলের জন্য ছোট খাট টব বা পাত্র হলেও চলে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে পাত্র/ড্রাম যত বড় হয় তত ভালো। কেননা আমরা জানি ফল গাছের শিকড় প্রকৃতিগতভাবে বেশ গভীরে যায়। টবে জায়গার অভাবে ফল গাছ যথাযথ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না। সে জন্য ছাদ বাগানে টবে ফল গাছ লাগানো উচিত না। টবে/ড্রামে গাছ/জাত নির্বাচনের পর যৌক্তিকভাবে সাজাতে হবে। যেমন বড় গাছ পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে না দিয়ে পশ্চিম ও উত্তর পাশে দিতে হবে। এতে আলো বাতাস রৌদ্র ভালোভাবে পাবে। তাছাড়া ছোট বড় জাতের মিশ্রণ করে সাজালে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। আরেকটি জরুরি বিষয় হলো ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে ফল চাষাবাদে কলমের এবং হাইব্রিড জাতের ব্যবহার বেশি ফলদায়ক। তৃতীয় আরেকটি পদ্ধতি অনেকেই অনুসরণ করেন। সুন্দরভাবে বাঁশ/পিলার রড দিয়ে জাংলো বা মাচা বানিয়ে প্লাস্টিকের পাত্রে ফুল, বাহারী গাছ- গাছালী, অর্কিড আবাদ করে থাকেন।

চিত্র-৪ঃ ছাদ বাগানে লোহার মাচায় লাউ চাষ

এক্ষেত্রে ঝুলন্ত টব/পাত্র মাঝখানে না ঝুলিয়ে পাশে ডিজাইন করে স্থাপন করলে জায়গার সদ্ব্যবহার যেমন হয় অন্যদিকে দেখতেও সুন্দর লাগে।

টব/ড্রাম/পট পদ্ধতি

ছাদে বাগান করা আর মাটিতে বাগান করা এক বিষয় নয়, আবার কাজটি যে কঠিন, তাও নয়। জানা দরকার, ছাদের উপযোগী গাছ কোনগুলো। গাছের প্রজাতির ওপর নির্ভর করে ওই গাছটি ছাদ বাগানের জন্য তা হাফ ড্রাম, টব নাকি চৌবাচ্চা কাঠামো করে লাগানো হবে এবং এসব গাছের জন্য পরিচর্যার ধরণ কী হবে, তা আগেই ঠিক করে নিতে হবে। খোলামেলা ছাদ থাকলেই ভাল হয়। স্থায়ী বাগান করার জন্য ছাদে সিমেন্টের স্থায়ী টব তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। বাজারে সিমেন্টের টব কিনতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে উত্তম হয় লোহার হাফ ব্যারেল হলে। ব্যারেলের দুই পাশে হাতল থাকতে হবে। এর সুবিধা হচ্ছে টবটি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সরানো যাবে। টবের নিচে ছিদ্র থাকা জরুরি। ২ ইঞ্চি পরিমাণ খোয়া ছিদ্রের মুখে দিয়ে মাটি ভরতে হবে। অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক জৈব সার দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে টব পূর্ণ করতে হবে। বর্ষার আগে আগে টবে চারা লাগাতে হবে। এই টবে ফুল, ফল, সবজির চাষ করা যেতে পারে। ফুলের মধ্যে গোলাপ, গাঁদা, দোলনচাঁপা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস সহ মৌসুমি সব ফুলেরই চাষ করা সম্ভব। ছাদ বাগানে সবজিও ফলতে পারে। বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, শসা, লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, বরবটি, সিম, করলা, চীনা শাক, বাটি শাক, পালং শাক, লাল শাক, পুই শাক, ক্যাপসিকাম, লেটুসপাতা, পুদিনাপাতা, ধনেপাতাসহ প্রায় সব ধরনের সবজি টবে ফলানো সম্ভব। ফলের মধ্যে আম, ড্রাগন ফল, আশফল, আমড়া, লিচু, শরিফা, সফেদা, কামরাঙ্গা, বাতাবিলেবু, জলপাই, কদবেল, ডালিম, পেয়ারা, কমলা, মালটা, কুল ছাদ বাগানকে আকর্ষণীয়, অনন্য করে তুলতে পারে। আজকাল অনেকেই ছাদ বাগান করার জন্য এগিয়ে আসছেন। তবে ছাদে ফল গাছ লাগানোর প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ছাদে প্রচুর পরিমাণ রৌদ্র লাগে বলে ফল ভালো হয় এবং ছোট একটি টবে ফল ধরলে দেখতেও সুন্দর লাগে।

ছাদ বাগানের জন্য বিভিন্ন পাত্রঃ

টব

প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়। ছাদ চাষে টবে গাছ লাগানো অনেকেই পছন্দ করেন। টবে সার-মাটি দেওয়া খুব সহজ। আজকাল অনেকেই পোড়ামাটি এবং প্লাস্টিকের টব ব্যবহার করেন। আবার টবের গায়ে রং দিয়ে সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। টবে গাছ লাগানোর সময় মনে রাখতে হবে যেন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টবের অল্প মাটিতে ওই গাছের খাদ্যপুষ্টি থাকে।

হাফ ড্রাম

বড় আকারের ড্রামের মাঝামাঝি কেটে দুই টুকরো করে বড় দুটি টব তৈরি করা যায়। বড় জাতের এবং ফলের গাছের জন্য হাফ ড্রাম ভালো। এগুলো সরাসরি ছাদের ওপর না বসিয়ে তিনটি ইটের

চিত্র-৫: ছাদ বাগানে হাফ ড্রামে ড্রাগন ফুট, লেবু ও আম চাষ

ওপর বসানো দরকার। অনেকে মনে করেন, ছাদের ওপর হাফ ড্রাম রাখলে ছাদের ক্ষতি হয়, এ ধারণা ঠিক নয়।

চৌবাচ্চা ও কাঠ বা লোহার ফ্রেম

চিত্র-৬: কাঠের ফ্রেমে লাল শাক চাষ

ছাদে এক থেকে দেড় ফুট উঁচু তিন থেকে চারটি পিলারের ওপর পানির ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চা আকারের রিং স্লাব বসিয়ে ইটের টুকরো এবং সিমেন্টের ঢালাই দিয়ে স্থায়ী চৌবাচ্চা তৈরি করা যায়। এই ধরনের চৌবাচ্চায় মাছ এবং জলজ উদ্ভিদ চাষ করে ছাদের পরিবেশ সুন্দর রাখা যায় সহজেই। ১ মিটার^2 কাঠ বা লোহার ফ্রেম ১৫ সে. মি. গভীরতা দিয়ে তাতে শাকসবজি জাতীয় ফসল চাষ করা যায়।

টবের টিপস

ফুল কিংবা ফল গাছ যাই হোক না কেন, টব ব্যবহার করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, গাছের আকার কত বড় হবে। সেই মতো টবের আকার নির্ধারণ করা দরকার। পানি নিস্কাশিত হওয়ার জন্য টবের নিচে ছিদ্র থাকতে হবে। ছিদ্রের ওপর নারকেলের ছোবড়া বা ইটের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। টবে ব্যবহারের আগে টবে ব্যবহার করা ছোবড়া বা ইটের টুকরো ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। গরম পানিতে ধুয়ে নিতে পারলে ভালো। যে গাছের চারা লাগানো হবে তা সাধারণ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। এর ফলে রোগের সংক্রমণ অনেক কমে যায়। চারা কেনার সময় অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের চারা সংগ্রহ করা দরকার। গাছ বড় হলে প্রয়োজনে বড় টবে সাবধানে চারা স্থানান্তর করতে হবে। তবে টব ভেঙে চারা গাছ বের করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, চারা গাছটি যেন কোনোভাবেই আঘাত না পায়।

চিত্র-৭: টবে রজনীগন্ধা, জারবেরা ও গ্লাডিওলাস ফুল চাষ

স্থায়ী বেড পদ্ধতি

ছাদের কোনো অংশে স্থায়ী বাগান করতে চাইলে সুবিধামতো আকারের স্থায়ী বেড তৈরি করা যায়। তবে চার ফুট দৈর্ঘ্য, চার ফুট প্রস্থ এবং দুই ফুট উচ্চতার বেড তৈরি করা ভালো। এ ধরনের বেড তৈরি করতে নিচে পুরু পলিথিন দিয়ে ঢালাই করলে ছাদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

সার ও মাটি

টবে গাছের খাদ্যপুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় সার মেশাতে হবে। ছাদ চাষে মাটি, গোবর সার, কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট ও পরিমাণমতো রাসায়নিক সার মাটির সাথে মিশিয়ে গাছ লাগাতে হবে। তবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সার

ব্যবহার করা ভাল এবং জৈব সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৫০% মাটি ও ৫০% জৈব সার (কম্পোস্ট বা ভার্মিকম্পোস্ট) দিয়ে মিশ্রণ তৈরী করে চারা লাগালে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে জৈব সার হিসাবে ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করা উত্তম। গবেষণায় দেখা গেছে বেলে দো-আঁশ মাটির ক্ষেত্রে ৫ কেজি মাটির জন্য ২.৫ কেজি কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট এবং ২ গ্রাম ইউরিয়া, ১ গ্রাম টিএসপি, ১ গ্রাম এমওপি, ০.১ গ্রাম জিপসাম, ০.০৫ জিংক সালফেট ও ০.০৫ গ্রাম বরিক এসিড সার দিয়ে গাছ লাগালে ফলন ভাল হয়।

গাছ বা চারা নির্বাচন

চিত্র-৮ঃ ছাদ বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফল ও সবজি চাষ

ছাদের বাগানে কখনো ঝোপ/ঝাড়/বাঁশ টাইপের কোন বড় গাছ লাগানো যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। ড্রাগন ফল, আশফল, লেবু, পেয়ারা, আম, জামরুল, ডালিম, আমড়া, লিচু, কামরাঙ্গা, জলপাই, করমচা এসব ফল বেশী উপযোগী। ফলের ক্ষেত্রে হাইব্রিড বা দেশীয় যে কোন জাত থাকনা কেন, কলমের চারা ব্যবহার করা বেশি ভালো। এতে নানন্দিকতা ভালোভাবে রক্ষা পায়, কম জায়গা খরচ হয়। ফুল এবং সবজির ক্ষেত্রে জাতের কোন বালাই নেই। কেননা ফুল এবং সবজি কখনো বেশি জায়গা নেয় না। আমাদের দেশের প্রচলিত জাতের ফুল, শাকসবজির সবটাই সহজে উৎপাদন করা সম্ভব।

অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

যেহেতু ছাদে সীমিত আকারে সীমিত জায়গায় বাগান করা হয়, সেজন্য অতিরিক্ত যত্ন ও পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিভিন্ন পরিচর্যায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরী। কেননা সার কমবেশি হলে, গাছের সাথে লেগে গেলে গাছ ,মারা যাবে, আবার পরিমাণ মতো সার না হলে অপুষ্টিতে ভুগবে। টবের ক্ষেত্রে ছোট গাছ বড় হলে পট/টব বদল, ডিপটিং (পুরানো টবকে আলতো করে মাটিতে শুইয়ে গড়াগড়ি দিলে গাছটি টব থেকে বেড়িয়ে আসবে, পরে অতিরিক্ত মূল কেটে মাটি বদলিয়ে সার প্রয়োগসহ নতুনভাবে গাছ বসানো) করতে হবে। বছরে অন্তত একবার পুরাতন মাটি বদলিয়ে নতুন মাটি জৈব সারসহ দিতে হবে। ইদানিং বাজারে টবের মাটি কিনতে পাওয়া যায়। মানসম্মত মাটি কিনে টবে /পটে/ড্রামে ভরতে হবে। খুব সাবধানতার সাথে টব, পট বা ড্রামে চারা/কলম/বীজ লাগাতে হবে। ঠিক মাঝখানে পরিমাণ মতো মাটির নিচে বীজ বা চারা রোপন করতে হবে। চারা বা কলমের সাথে লাগানো মাটির বল যেন না ভাঙ্গে সেদিকে নজর রাখতে হবে। চারা বা কলমের ক্ষেত্রে বীজতলা/নার্সারিতে যতটুকু নিচে বা মাটির সমানে ছিল ততটুকু সমানে ছাদে লাগাতে হবে। বীজতলার থেকে বেশি বা কম গভীরে লাগালে গাছের বৃদ্ধিতে সমস্যা হবে। মাঠে ফলমুল সবজি

চিত্র-৯ঃ ছাদ বাগানে স্প্রে, স্টিকি ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ ও সেচের মাধ্যমে গাছের যত্ন নেওয়া

চাষের চেয়ে ছাদে সবজি চাষের অনেক পার্থক্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। ছাদের বাগানে প্রতিদিন পরিষ্কার কার্যক্রম অনুসরণ করতে হবে। সেজন্য পুরাতন রোগাক্রান্ত, বয়স্ক ডালপালা, পাতা সাবধানতার সাথে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। এতে গাছপালা রোগমুক্ত থাকবে ফলনে সুবিধা হবে। ফুল এবং সবজিতে প্রয়োজন মাফিক সার প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে অন্তত দু'বার একবার বর্ষার আগে একবার বর্ষার পরে সাবধানে পরিমাণ মত সার দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটির আর্দ্রতা দেখে নিতে হবে। কেননা বেশি আর্দ্র বা কম আর্দ্র কোন টাইপের সার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু সার পানিতে মিশিয়ে গাছ ছিটিয়ে দিতে হবে। গুঁটি সারও এ ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় কোন ফলে পোকা বা রোগের আক্রমণ অহরহ ঘটে থাকে। যদি হঠাৎ বেশি মারাত্মক আক্রান্ত হয়ে যায় তখন উপযুক্ত বালাইনাশক সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে হবে।

সেচ নিস্কাশন

ছাদ চাষে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মাটির কম আর্দ্রতার জন্য সহজেই গাছপালা নেতিয়ে যাবে তেমনি অতি পানি বা বেশি আর্দ্রতার জন্যও গাছ নেতিয়ে পড়ে মারা যেতে পারে। তাই অবশ্যই ছাদের বাগানে প্রতিনিয়ত সেচের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ছাদের বাগানে সেচের জন্য স্প্রিংলার অর্থাৎ ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দেয়া ভালো। তাছাড়া প্লাস্টিকের চিকন পাইপ দিয়েও পানি দেয়া যায়। এক্ষেত্রে ডেলিভারি পাইপের মাথায় চাপ দিয়ে ধরলে পানি হালকা ভাবে ছিটিয়ে পরে।

চিত্র-১০ঃ ছাদ বাগানে করলা গাছে সেচ প্রদান

ছাদ বাগানের কিছু জরুরি টিপস

- ★ ছাদ বাগানে ছিদ্রযুক্ত টব বা হাফ ড্রাম ব্যবহার করতে হবে এবং তাতে মাটি দেওয়ার পূর্বে টব বা ড্রামের নিচের অংশে ২ ইঞ্চি পরিমাণ ইটের খোয়া ব্যবহার করতে হবে।
- ★ টবে বা ফ্রেমে খৈল দেয়া যাবে না, এতে পিঁপড়ার উপদ্রব বাড়তে পারে।
- ★ বাজার থেকে কেনা প্যাকেটজাত কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করা ভালো।
- ★ বছরে একবার নতুন মাটি দিয়ে পুরান মাটি বদলিয়ে দিতে হবে। এটি অক্টোবর মাসে করলে ভালো।
- ★ ছাদে বাগানের জন্য মিশ্র সার, গুঁটি ইউরিয়া, হাড়ের গুঁড়া (পঁচিয়ে) ব্যবহার করা ভালো।
- ★ বাজারে স্টিল ও লোহার ফ্রেম পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে অনায়াসে ছাদে বাগান করা যায়।
- ★ পিপড়ার উপদ্রোব হলে সেভিন পাউডার ও কেঁচোর উপদ্রোব হলে ফুরাডান ব্যবহার করতে হবে।
- ★ ছাদে ক্যাপসিকাম চাষ করলে তা মশারি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন মাইট আক্রমন করতে না পারে।
- ★ ছাদে স্ট্রবেরি চাষ করলে তা নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন পাখি আক্রমন করতে না পারে।
- ★ ছাদে জারবেরা ফুল চাষ করলে সেডের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ★ ছাদে লেবু গাছে ক্যাংকার রোগ দেখা দিলে ইমিটাফ ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।
- ★ ছাদে লাউ, করলা, জিঙে ও শিম চাষ করলে হাফ ড্রামে বীজ বপন করে তার উপরে লোহার মাচা ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহায়ঃ ইচ্ছে করলেই শহরবাসীরা ফল, সবজি বা ফুলের বাগান করার জমি পান না। তাই বিকল্প উপায়ে ছাদকে কাজে লাগিয়ে বাগান করতে পারেন। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বিকল্প আয়ের উৎস হতে পারে এই ছাদ বাগান যা পরিবারকে করবে স্বচ্ছল। উপরন্থ মিলবে শারীরিক ও মানসিক প্রস্বস্থি।